সূচীসমূহ

সূরা ইউনুস

তাফসীর (আয়াত ১-২) ১৯
তাফসীর (আয়াত ৩) ২১
তাফসীর (আয়াত ৪) ২৪
তাফসীর (আয়াত ৫-৬) ২৫
তাফসীর (আয়াত ৭-৮) ২৮
তাফসীর (আয়াত ৯-১০) ২৯
তাফসীর (আয়াত ১১) ৩১
তাফসীর (আয়াত ১২) ৩৩
তাফসীর (আয়াত ১৩-১৪) ৩৪
তাফসীর (আয়াত ১৫-১৬) ৩৬
তাফসীর (আয়াত ১৭) ৩৭
তাফসীর (আয়াত ১৮-১৯) ৪২
তাফসীর (আয়াত ২০) ৪৩
তাফসীর (আয়াত ২১-২৩) ৪৭
তাফসীর (আয়াত ২৪-২৫) ৫০
তাফসীর (আয়াত ২৬) ৫৩
তাফসীর (আয়াত ২৭) ৫৫
তাফসীর (আয়াত ২৮-৩০) ৫৭
তাফসীর (আয়াত ৩১-৩৩) ৬১
তাফসীর (আয়াত ৩৪-৩৬) ৬৪
তাফসীর (আয়াত ৩৭-৪০) ৬৬
তাফসীর (আয়াত ৪১-৪৪) ৭০
তাফসীর (আয়াত ৪৫) ৭২
তাফসীর (আয়াত ৪৬-৪৭) ৭৪
তাফসীর (আয়াত ৪৮-৫২) ৭৬
তাফসীর (আয়াত ৫৩-৫৪) ৭৯
তাফসীর (আয়াত ৫৫-৫৬) ৮০
তাফসীর (আয়াত ৫৭-৫৮) ৮০
তাফসীর (আয়াত ৫৯-৬০) ৮২
তাফসীর (আয়াত ৬১) ৮৫
তাফসীর (আয়াত ৬২-৬৪) ৮৭
তাফসীর (আয়াত ৬৫-৬৭) ৯২
তাফসীর (আয়াত ৬৮-৭০) ৯৪
তাফসীর (আয়াত ৭১-৭৩) ৯৬
তাফসীর (আয়াত ৭৪) ৯৯
তাফসীর (আয়াত ৭৫-৭৮) ১০১
তাফসীর (আয়াত ৭৯-৮২) ১০৪
তাফসীর (আয়াত ৮৩) ১০৫
তাফসীর (আয়াত ৮৪-৮৬) ১০৭
তাফসীর (আয়াত ৮৭) ১০৯
তাফসীর (আয়াত ৮৮-৮৯) ১১০
তাফসীর (আয়াত ৯০-৯২) ১১৩
তাফসীর (আয়াত ৯৩) ১১৮
তাফসীর (আয়াত ৯৪-৯৭) ১২১
তাফসীর (আয়াত ৯৮) ১২৩
তাফসীর (আয়াত ৯৯-১০০) ১২৫
তাফসীর (আয়াত ১০১-১০৩) ১২৭
তাফসীর (আয়াত ১০৪-১০৭) ১২৯
তাফসীর (আয়াত ১০৮-১০৯) ১৩১

সূরা হুদ

তাফসীর (আয়াত ১-৪) ১৩৩
তাফসীর (আয়াত ৫) ১৩৬
তাফসীর (আয়াত ৬) ১৩৭
তাফসীর (আয়াত ৭-৮) ১৩৯
তাফসীর (আয়াত ৯-১১) ১৪৫
তাফসীর (আয়াত ১২-১৪) ১৪৭
তাফসীর (আয়াত ১৫-১৬) ১৪৯
তাফসীর (আয়াত ১৭) ১৫০
তাফসীর (আয়াত ১৮-২২) ১৫৪
তাফসীর (আয়াত ২৩-২৪) ১৫৮
তাফসীর (আয়াত ২৫-২৭) ১৬০
তাফসীর (আয়াত ২৮) ১৬২
তাফসীর (আয়াত ২৯-৩০) ১৬৩
তাফসীর (আয়াত ৩১) ১৬৪
তাফসীর (আয়াত ৩২-৩৪) ১৬৫
তাফসীর (আয়াত ৩৫) ১৬৬
তাফসীর (আয়াত ৩৬-৩৯) ১৬৭
তাফসীর (আয়াত ৪০) ১৭০
তাফসীর (আয়াত ৪১-৪৩) ১৭২
তাফসীর (আয়াত ৪৪) ১৭৬
তাফসীর (আয়াত ৪৫-৪৭) ১৭৯
তাফসীর (আয়াত ৪৮) ১৮২
তাফসীর (আয়াত ৪৯) ১৮৩
তাফসীর (আয়াত ৫০-৫২) ১৮৪
তাফসীর (আয়াত ৫৩-৫৬) ১৮৫
তাফসীর (আয়াত ৫৭-৬০) ১৮৭
তাফসীর (আয়াত ৬১) ১৮৯
তাফসীর (আয়াত ৬২-৬৩) ১৯০
তাফসীর (আয়াত ৬৪-৬৮) ১৯১
তাফসীর (আয়াত ৬৯-৭৩) ১৯২
তাফসীর (আয়াত ৭৪-৭৬) ১৯৭
তাফসীর (আয়াত ৭৭-৭৯) ১৯৯
তাফসীর (আয়াত ৮০-৮১) ২০৩
তাফসীর (আয়াত ৮২-৮৩) ২০৬
তাফসীর (আয়াত ৮৪) ২০৯
তাফসীর (আয়াত ৮৫-৮৬) ২১০
তাফসীর (আয়াত ৮৭) ২১১
তাফসীর (আয়াত ৮৮) ২১২
তাফসীর (আয়াত ৮৯-৯০) ২১৫
তাফসীর (আয়াত ৯১-৯২) ২১৬
তাফসীর (আয়াত ৯৩-৯৫) ২১৭
তাফসীর (আয়াত ৯৬-৯৯) ২১৯
তাফসীর (আয়াত ১০০-১০১) ২২২
তাফসীর (আয়াত ১০২) ২২৩
তাফসীর (আয়াত ১০৩-১০৫) ২২৩
তাফসীর (আয়াত ১০৬-১০৭) ২২৬
তাফসীর (আয়াত ১০৮) ২২৮
তাফসীর (আয়াত ১০৯-১১১) ২৩০
তাফসীর (আয়াত ১১২-১১৩) ২৩২
তাফসীর (আয়াত ১১৪-১১৫) ২৩৩
তাফসীর (আয়াত ১১৬-১১৭) ২৪১
তাফসীর (আয়াত ১১৮-১১৯) ২৪২
তাফসীর (আয়াত ১২০) ২৪৫
তাফসীর (আয়াত ১২১-১২২) ২৪৬
তাফসীর (আয়াত ১২৩) ২৪৭

সূরা ইউসুফ

তাফসীর (আয়াত ১-৩) ২৪৯
তাফসীর (আয়াত ৪) ২৫৪
তাফসীর (আয়াত ৫) ২৫৬
তাফসীর (আয়াত ৬) ২৫৭
তাফসীর (আয়াত ৭-১০) ২৫৭
তাফসীর (আয়াত ১১-১২) ২৬০
তাফসীর (আয়াত ১৩-১৪) ২৬১
তাফসীর (আয়াত ১৫) ২৬১
তাফসীর (আয়াত ১৬-১৮) ২৬৩
তাফসীর (আয়াত ১৯-২০) ২৬৫
তাফসীর (আয়াত ২১-২২) ২৬৮
তাফসীর (আয়াত ২৩) ২৭০
তাফসীর (আয়াত ২৪) ২৭৩
তাফসীর (আয়াত ২৫-২৯) ২৭৫
তাফসীর (আয়াত ৩০-৩৪ ২৭৮
তাফসীর (আয়াত ৩৫) ২৮২
তাফসীর (আয়াত ৩৬) ২৮৪
তাফসীর (আয়াত ৩৭-৩৮) ২৮৬
তাফসীর (আয়াত ৩৯-৪০) ২৮৭
তাফসীর (আয়াত ৪১) ২৮৯
তাফসীর (আয়াত ৪২) ২৯০
তাফসীর (আয়াত ৪৩-৪৯) ২৯১
তাফসীর (আয়াত ৫-৫৩) ২৯৪
তাফসীর (আয়াত ৫৪-৫৫) ২৯৮
তাফসীর (আয়াত ৫৬-৫৭) ২৯৯
তাফসীর (আয়াত ৫৮-৬২) ৩০১
তাফসীর (আয়াত ৬৩-৬৪) ৩০৪
তাফসীর (আয়াত ৬৫-৬৬) ৩০৫
তাফসীর (আয়াত ৬৭-৬৮) ৩০৭
তাফসীর (আয়াত ৬৯) ৩০৮
তাফসীর (আয়াত ৭০-৭২) ৩০৯
তাফসীর (আয়াত ৭৩-৭৬) ৩১০
তাফসীর (আয়াত ৭৭) ৩১২
তাফসীর (আয়াত ৭৮-৭৯) ৩১৪
তাফসীর (আয়াত ৮০-৮২) ৩১৫
তাফসীর (আয়াত ৮৩-৮৬) ৩১৭
তাফসীর (আয়াত ৮৭-৮৮) ৩২০
তাফসীর (আয়াত ৮৯-৯২) ৩২২
তাফসীর (আয়াত ৯৩-৯৫) ৩২৫
তাফসীর (আয়াত ৯৬-৯৮) ৩২৬
তাফসীর (আয়াত ৯৯-১০০) ৩২৮
তাফসীর (আয়াত ১০১) ৩৩২
তাফসীর (আয়াত ১০২-১০৪) ৩৩৭
তাফসীর (আয়াত ১০৫-১০৭) ৩৩৯
তাফসীর (আয়াত ১০৮) ৩৪৬
তাফসীর (আয়াত ১০৯) ৩৪৬
তাফসীর (আয়াত ১১০) ৩৫১
তাফসীর (আয়াত ১১১) ৩৫৪

সূরা আর রা'দ

তাফসীর (আয়াত ১) ৩৫৬
তাফসীর (আয়াত ২) ৩৫৭
তাফসীর (আয়াত ৩-৪) ৩৬১
তাফসীর (আয়াত ৫) ৩৬৩
তাফসীর (আয়াত ৬) ৩৬৫
তাফসীর (আয়াত ৭) ৩৬৭
তাফসীর (আয়াত ৮-৯) ৩৬৯
তাফসীর (আয়াত ১০-১১) ৩৭৩
তাফসীর (আয়াত ১২-১৩) ৩৭৮
তাফসীর (আয়াত ১৪) ৩৮৪
তাফসীর (আয়াত ১৫) ৩৮৬
তাফসীর (আয়াত ১৬) ৩৮৬
তাফসীর (আয়াত ১৭) ৩৮৯
তাফসীর (আয়াত ১৮) ৩৯৩
তাফসীর (আয়াত ১৯) ৩৯৪
তাফসীর (আয়াত ২০-২৪) ৩৯৫
তাফসীর (আয়াত ২৫) ৩৯৯
তাফসীর (আয়াত ২৬) ৪০১
তাফসীর (আয়াত ২৭-২৯) ৪০২
তাফসীর (আয়াত ৩০) ৪১০
তাফসীর (আয়াত ৩১) ৪১২
তাফসীর (আয়াত ৩২) ৪১৫
তাফসীর (আয়াত ৩৩) ৪১৬
তাফসীর (আয়াত ৩৪-৩৫) ৪১৯
তাফসীর (আয়াত ৩৬-৩৭) ৪২৪
তাফসীর (আয়াত ৩৮-৩৯) ৪২৭
তাফসীর (আয়াত ৪০-৪১) ৪৩২
তাফসীর (আয়াত ৪২) ৪৩৪
তাফসীর (আয়াত ৪৩) ৪৩৫

সূরা ইবরাহীম

তাফসীর (আয়াত ১-৩) ৪৩৯
তাফসীর (আয়াত ৪) ৪৪১
তাফসীর (আয়াত ৫) ৪৪২
তাফসীর (আয়াত ৬-৮) ৪৪৩
তাফসীর (আয়াত ৯) ৪৪৬
তাফসীর (আয়াত ১০-১২) ৪৪৮
তাফসীর (আয়াত ১৩-১৭) ৪৫১
তাফসীর (আয়াত ১৮) ৪৫৯
তাফসীর (আয়াত ১৯-২০) ৪৬০
তাফসীর (আয়াত ২১) ৪৬৩
তাফসীর (আয়াত ২২-২৩) ৪৬৬
তাফসীর (আয়াত ২৪-২৬) ৪৭১
তাফসীর (আয়াত ২৭) ৪৭৪
তাফসীর (আয়াত ২৮-৩০) ৪৯৩

সূরা ইউনুস

আয়াত ১০৯, রুকু ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো (হচ্ছে) একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। ২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, (আবার) যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদও দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (এমনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো, তারা) বললো, অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন সুস্পষ্ট যাদুকর!

তাফসীর

সূরাসমূহের শুরুতে বিদ্যমান اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ (মোকাত্তায়াত হরূফ) সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আবুয যোহা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে الر-এর অর্থ বর্ণনা করেন– اَنَا اللّٰهُ اَرٰى অর্থাৎ আমি আল্লাহ, আমি সবকিছুই দেখতে পাই। যাহহাক এবং অন্য মোফাসসেরগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ এগুলো মোহকাম ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী পবিত্র কোরআনের আয়াত। হযরত মোজাহেদ (র.) বলেন, الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ এ আয়াতে কিতাব দ্বারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আল কিতাব দ্বারা তাওরাত ও যাবুর বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, الكتاب দ্বারা কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কাতাদা (র.) এ মতের পক্ষে আমি কোনো কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাইনি। اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ

اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত দ্বারা মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করায় কাফেরদের বিস্ময় প্রকাশের প্রতিবাদ করেছেন। যেমন তিনি কোরআনের অন্যস্থানে পূর্ববর্তী কাফেরদের অনুরূপ বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন। তারা বলতো- اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا একজন মানুষই কি আমাদের হেদায়াত করবে? (সূরা আত তাগাবুন, আয়াত ৬)

হযরত হূদ ও সালেহ (আ.) তাদের সম্প্রদায়কে বললেন- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ 'তোমরা কি (এতে) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার বাণী এসেছে,' (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৬৩)

আল্লাহ তায়ালা কোরায়শ কাফেরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, তারা বলেছিলো- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 'সে কি অনেক মাবুদকে একজন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়।' (সূরা আস সোয়াদ, আয়াত ৫)

হযরত যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে রসূল করে পাঠালেন, তখন আরবের লোকেরা এটা অস্বীকার করে বসলো এবং বললো, মোহাম্মদ (স.)-এর ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা রসূলরূপে প্রেরণ করবেন, আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা এ থেকে বহু ঊর্ধ্বে। এরপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ নাযিল করেন।

আল্লাহর বাণী- اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ এর ব্যাখ্যা; قَدَمَ صِدْقٍ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোফাসসেরগণ মতভেদ করেছেন। আলী ইবনে আবু তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ -এর অর্থ, পূর্ব থেকে তাদের জন্যে সৌভাগ্য অগ্রগামী হয়ে আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আওফী (র.) বর্ণনা করেন, قدم صدق -এর অর্থ, পূর্বে কৃত কর্মের দরুন সুন্দর প্রতিফল লাভ করা। যাহহাক রবী ইবনে আনাস ও আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম (র.) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ আয়াত আল্লাহ তায়ালার অপর বাণী- لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا- مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا 'যাতে করে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে (নবী তাদের জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা ঈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে)

সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে উত্তম পুরস্কার রয়েছে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে,' (সূরা আল কাহফ, আয়াত ২-৩)-এর সদৃশ।

হযরত মোজাহেদ (র.) বলেন- أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের قَدَمَ صِدْقٍ-এর অর্থ নেক আমলসমূহ, অর্থাৎ তাদের সালাত, সাওম, সাদাকাহ এবং তাসবীহসমূহ। ফোযায়ল বিন আমর বিন আল জুউন কাতাদা অথবা হাসানের সূত্রে বলেন, أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে, নবী (স.) তাদেরর সুপারিশকারী। যায়দ ইবনে আসলাম ও মোকাতেল ইবনে হাইয়ান (র.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। হযরত কাতাদা (র.) صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ-এর অর্থ করেছেন, তাদের প্রভুর কাছে তাদের সত্যবাদিতা পূর্বনির্ধারিত। আল্লামা ইবনে জরীর (র.) মোজাহেদ (র.)-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের পূর্বে কৃত নেক আমলসমূহ। তিনি বলেছেন, যেমন বলা হয়ে থাকে لَهُ قَدَمٌ فِى الاِسْلاَمِ অর্থাৎ সে পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত হাসসান (রা.)-এর নিম্নের কবিতাও একই অর্থ বহন করে।

لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا اِلَيْكَ وَخَلْفُنَا ... لِاَوَّلِنَا فِى طَاعَةِ اللّٰهِ تَابِعُ

অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে আমাদের রয়েছে অনেক নেক আমল, যা পূর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। আর আমাদের পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী। কবি যির রুম্মা বলেছেন-

لَكُمْ قَدَمٌ لاَ يُنْكِرُ النَّاسُ اَنَّهَا ... مَعَ الْحَسَبِ الْعَادِىِّ طَمَّتْ عَلَى الْبَحْرِ

অর্থাৎ আমাদের রয়েছে এমন সব নেক আমল, যা মানুষ অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলো স্বাভাবিক মর্যাদার সাথে সমুদ্র পূর্ণ করে দিয়েছে।

আল্লাহর বাণী- قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের ন্যায় একজন মানুষকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী রসূলরূপে প্রেরণ করেছি। এতদসত্ত্বেও কাফেররা বলে- قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ 'অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন সুস্পষ্ট যাদুকর! ।' এ কথায় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

৩. (হে মানুষ,) নিসন্দেহে তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হলেন, তিনি (তাঁর) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ